সঠিক আক্বিদা ও উহার পরিপন্থী বিষয়

মূল ঃ
শায়খ আব্দুল আযীয বিন
আব্দুল্লাহ্ বিন বায

অনুবাদ ঃ
মুহাম্মাদ রকীবুদ্দীন
আহমদ হুসাইন

সম্পাদনা ঃ
ইঞ্জিনিয়ার মুহাম্মাদ
মুজীবুর রহমান

প্রকাশনা ও প্রচারে
আল-মুনতাদা আল-ইসলামী
টঙ্গী, গাজীপুর, বাংলাদেশ

সঠিক আক্বিদা
ও উহার পরিপন্থী বিষয়

মূল ঃ
শায়খ আবদুল 'আযীয বিন আবদুল্লাহ্ বিন বায

অনুবাদ ঃ
মুহাম্মাদ রকীবুদ্দীন আহমদ হুসাইন

সম্পাদনা ঃ
ইঞ্জিনিয়ার মুহাম্মাদ মুজীবুর রহমান

প্রকাশনা ও প্রচারে ঃ
আল-মুনতাদা আল-ইসলামী
টঙ্গী, গাজীপুর, বাংলাদেশ

www.pathagar.com

প্রকাশক ঃ
মুহাম্মাদ মুজীবুর রহমান
আল-মুনতাদা আল-ইসলামী
মারকায ইমাম বুখারী
১৩৭, আউস পাড়া, নিশাতনগর
টঙ্গী, গাজীপুর, বাংলাদেশ

প্রথম প্রকাশ ঃ ১৪১১ হিঃ (১৯৯১ ঈসায়ী)
পুনর্মুদ্রণ ঃ ১৪১৪ হিঃ (১৯৯৪ ঈসায়ী)
সংশোধিত সংস্করণ ঃ ১৪১৭ হিঃ (১৯৯৬ ঈসায়ী)
পুনর্মুদ্রণ ঃ ১৪১৯ হিঃ (১৯৯৮ ঈসায়ী)

[FOR FREE DISTRIBUTION - বিনামূল্যে বিতরণের জন্য]

মুদ্রণ ঃ

আল-মাইমানা (প্রাঃ) লিঃ
১৫, বিজয় নগর
ঢাকা-১০০০
ফোন ঃ ৯৩৪ ৬৭৪৩

www.pathagar.com

আল্লামা শায়খ বিন বাযের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

আল্লামা শায়খ আবদুল আযীয বিন আবদুল্লাহ্ বিন বায বর্তমান মুসলিম বিশ্বে এক সুপরিচিত ইসলামী ব্যক্তিত্ব। অনন্য প্রজ্ঞা, অসাধারণ পাণ্ডিত্য, উদার চরিত্র এবং ইসলাম ও মুসলিমদের স্বার্থে নিরলস খিদমতের জন্য দেশ ও মাযহাব নির্বিশেষে সকলের কাছে তিনি সমাদৃত। বিশ্ব মুসলিমের ঐক্য ও সংহতি প্রতিষ্ঠা এবং ইসলাম বিরোধী নানা চক্রান্ত ও কলা-কৌশলের বিরুদ্ধে তাঁর অকুতোভয় জিহাদ সর্বত্র প্রশংসনীয়। ক্বু'রআন ও সুন্নায় বর্ণিত খাঁটি ইসলামী আকীদার প্রচার এবং কাল-পরিক্রমায় মুসলিম সমাজের জটবাঁধা কুসংস্কার ও বিদ'আতের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশের মাধ্যমে উম্মাতের কাছে ইসলামের প্রকৃত রূপ পুনঃপতিষ্ঠার চেষ্টায় তিনি নিয়োজিত। তাওহীদের প্রতিষ্ঠা ও সুন্নাতে রাসূলের বাস্তবায়ন সংক্রান্ত বিষয়ে তাঁর লেখনী, বক্তৃতা ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যস্ততার মুখ্য অংশ। হক ও বাতিলের পার্থক্য নির্দ্ধারণে কখনও কোন শঙ্কা বা প্রলোভন তাঁর অকুতোভয় চরিত্রকে প্রভাবিত করতে পারেনি।

আল্লামা শায়খ বিন বায ১৩৩০ হিজরীর জিলহাজ্জ মাসে সয়ূদী আরবের রাজধানী রিয়াদ শহরে জন্ম গ্রহণ করেন। ছাত্র জীবনের প্রথম দিকে তাঁর দৃষ্টিশক্তি ভালই ছিল। ১৩৪৬ হিজরীতে তাঁর চোখে প্রথম রোগ দেখা দেয় এবং এর ফলে তাঁর দৃষ্টিশক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে। অতঃপর ১৩৫০ হিজরীর মুহাররাম মাসে অর্থাৎ বিশ বছর বয়সে তাঁর দৃষ্টিশক্তি সম্পূর্ণরূপে লোপ পায়। এ সম্পর্কে তিনি বলেন ঃ "আমার দৃষ্টিশক্তি হারানোর উপরও আমি আল্লাহ্পাকের সর্ববিধ প্রশংসা জ্ঞাপন করি। আল্লাহ্পাকের কাছে দু'আ করি তিনি যেন এর পরিবর্তে দুনিয়ায় জ্ঞান ও প্রজ্ঞা এবং আখিরাতে উত্তম প্রতিফল দান করেন, যেমন তিনি তাঁর রাসূল মুহাম্মাদের জবানীতে এ সম্পর্কে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আমি আল্লাহ্পাকের কাছে আরো দু'আ করি, তিনি যেন দুনিয়া ও আখিরাতে আমার শুভ পরিণতি দান করেন।"

বাল্যকাল থেকেই শায়খ বিন বায লেখাপড়া শুরু করেন। বালেগ হওয়ার পূর্বেই তিনি ক্বু'রআন শরীফ হিফ্য করে ফেলেন। মক্কার খ্যাতনামা ক্বারী শায়খ সা'দ ওয়াক্কাস আল-বুখারীর নিকট তাজবীদ শিক্ষা লাভ করেন। অতঃপর তিনি সৌদী আরবের তৎকালীন গ্রাণ্ডমুফ্তী মুহাম্মাদ বিন ইব্রাহীম বিন আবদুল লতীফ আলে শায়খ সহ দেশের খ্যাতনামা আলেমগণের নিকট শরীআতের বিভিন্ন শাস্ত্রে ও আরবী ভাষায় উচ্চতর শিক্ষা লাভ করেন। গ্রাণ্ডমুফ্তী শায়খ মুহাম্মাদ বিন ইব্রাহীমের নিকট একাধারে তিনি দশ বছর বিভিন্ন ধর্মীয় বিষয়ে হাতে কলমে শিক্ষা গ্রহণ করেন।

১৩৫৭ হিজরীতে উক্ত শায়খ মুহাম্মাদ বিন ইব্রাহীমের প্রস্তাবানুযায়ী তিনি রিয়াদের অদূরে আল-খারজ এলাকার বিচারপতি নিযুক্ত হন। দীর্ঘ চৌদ্দ বছর বিচারপতির দায়িত্ব পালনের পর ১৩৭২ হিজরীতে রিয়াদ প্রত্যাবর্তন করেন এবং রিয়াদ

www.pathagar.com

মাহাদে ইল্‌মীতে শিক্ষকতার কাজে নিয়োজিত হন। এর এক বছর পর তিনি রিয়াদের শরীআত কলেজে অধ্যাপনার কাজ শুরু করেন। দীর্ঘ নয় বছর এই কলেজে তিনি ফিক্‌হ, তাওহীদ ও হাদীছ শাস্ত্রে শিক্ষা দান করেন। ১৩৮১ হিজরীতে যখন মদীনায় ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় তখন শায়খ বিন বায এর প্রথম ভাইস চান্সেলর পদ অলঙ্কৃত করেন। ১৩৯০ হিজরীতে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের চান্সেলরের পদে উন্নীত হন এবং ১৩৯৫ হিজরী পর্যন্ত এই পদে বহাল থাকেন। অতঃপর ১৩৯৫ হিজরীতে বাদশাহী এক ফরমানের অধীনে তাঁকে "ইসলামী গবেষণা, ফাতওয়া, দাওয়াত ও ইরশাদ" দারুল ইফ্‌তা নামক সৌদী আরবের সর্বোচ্চ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের প্রধান নিয়োগ করা হয়। অদ্যাবধি, তিনি এই গুরুত্বপূর্ণ পদে সাফল্যের সাথে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন।

উক্ত দায়িত্বের পাশাপাশি আরও অনেক সহযোগী সংস্থার সাথে শায়খ বিন বায জড়িত আছেন। যেমন ঃ

১। সদস্য, উচ্চ উলামা পরিষদ, সয়ূদী আরব।

২। প্রধান, স্থায়ী ইসলামী গবেষণা ও ফাতওয়া কমিটি।

৩। প্রতিষ্ঠাতা প্রেসিডেন্ট ও সদস্য, রাবেতায়ে আলমে ইসলামী।

৪। প্রেসিডেন্ট, আন্তর্জাতিক মসজিদ সংক্রান্ত উচ্চ পরিষদ।

৫। সদস্য, উচ্চ পরিষদ, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়।

৬। প্রেসিডেন্ট, ইসলামী ফিক্‌হ পরিষদ, মক্কা শরীফ।

৭। সদস্য, উচ্চ কমিটি দাওয়াতে ইসলামী, সয়ূদী আরব।

আল্লামা শায়খ বিন বায ছোট-বড় অনেক মূল্যবান গ্রন্থের রচয়িতা। তন্মধ্যে সঠিক ধর্ম বিশ্বাস ও উহার পরিপন্থী বিষয়, ইসলামের দৃষ্টিতে আরব জাতীয়তাবাদ, আল্লাহ্‌র দিকে আহবান ও আহবানকারীর চরিত্র, সুন্নাতে রাসূল আঁকড়ে ধরা, বিদ'আত থেকে সতর্ক থাকা অপরিহার্য, হাজ্জ, উমরা ও যিয়ারত সম্পর্কিত বিষয়াদির বিশ্লেষণ, আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ ইত্যাদি। এ ছাড়া শারহ আকীদায়ে তাহাবীয়া, ফাতহুল বারী ও শারহ বুখারী সহ কয়েকটি গ্রন্থের উপর তাঁর টিকা রয়েছে।

সম্প্রতি শায়খ বিন বাযের বিভিন্ন বক্তৃতা, রচনা, প্রশ্নোত্তর ও পত্রাবলী একত্রে সংকলনের কাজ শুরু হয়েছে। মাজমু ফাতাওয়া ও মাকালাত মুতানাওইয়া শিরোনামে এই সংকলনের প্রথম চার খণ্ড ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে। ৫ম ও ৬ষ্ঠ খণ্ডের কাজ সমাপ্তির পথে। সংকলনের প্রথম ছয় খণ্ডই তাওহীদ ও তার আনুসাঙ্গিক বিষয়াদির উপর লিখিত। পরবর্তী খণ্ড গুলিতে যথাক্রমে হাদীছ, ছালাত, ছিয়াম, যাকাত, হজ্জ ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত হবে।

"ইসলামী গবেষণা" পত্রিকার সম্পাদক এবং শায়খ বিন বাযের বিশেষ উপদেষ্টা ডঃ মুহাম্মাদ বিন সা'দ আল-শুয়াইব এর তত্ত্বাবধানে আমার উপর এই সংকলনের দায়িত্ব অর্পিত হওয়ায় আমি নিজকে ধন্য মনে করছি। এই মহান দায়িত্ব পালনে আল্লাহ্‌পাকের বিশেষ তাওফীক কামনা করি।

www.pathagar.com

আল্লামা শায়খ বিন বায বিভিন্ন রকমের গুরুদায়িত্ব পালনে লিপ্ত থাকা সত্ত্বেও দাওয়াত, দরস ও ওয়াজ নসীহতের কর্তব্য থেকে কখনও বিচ্যুত হননি। সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করা থেকে কোন উপলক্ষে বাদ পড়েননি। আল-খারজ এলাকায় বিচারপতি থাকাকালীন সময়ে সেখানে দরস ও ওয়াজ নসীহতের হালকা প্রবর্তন করেন। রিয়াদ প্রত্যাবর্তনের পর রিয়াদস্থ প্রধান জামে মসজিদে যে দরসের প্রবর্তন করেছিলেন তা আজও জারী রয়েছে। মদীনায় থাকাকালীন সময়ে সেখানেও দরসের হালকা প্রবর্তন করেন। এমন কি সাময়িক ভাবে কোন শহরে স্থানান্তরিত হলে সেখানেও তিনি দরসের হলকা জারী করেন। এতদ্ব্যতীত, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে সারগর্ভ বক্তৃতা ও উপদেশ প্রদানের সুযোগও তিনি হাত ছাড়া করেন না।

আল্লাহ্পাক তাঁকে ইসলাম ও মুসলিমদের খিদমতের জন্য আরো তাওফীক দিন এবং ইহকাল ও পরকালে শুভ পরিণতি দান করুন। আমীন!

অনুবাদক
মুহাম্মাদ রকীবুদ্দীন হুসাইন
মাহে রামাযান, ১৪১১ হিজরী

www.pathagar.com

بسم الله الرحمن الرحيم

পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি।

সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য, দরূদ ও সালাম সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ ﷺ, তাঁর পরিবার পরিজন ও ছাহাবীগণের উপর।

যেহেতু সঠিক ধর্ম বিশ্বাসই ইসলাম ধর্মের মূল উপাদান ও মিল্লাতে ইসলামীর প্রধান ভিত্তি, তাই তাকেই অত্র পুস্তিকার আলোচ্য বিষয় রূপে গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিলাম। ক্বুর'আন ও রাসূলের ﷺ সুন্নাতে বর্ণিত শরীয়তি প্রমাণাদি দ্বারা একথা সুস্পষ্টরূপে পরিজ্ঞাত রয়েছে যে, যাবতীয় কথা বার্তা ও কার্যাবলী কেবল তখনই আল্লাহ্ তা'আলার নিকট সঠিক বলে স্বীকৃত ও গৃহীত হয় যখন উহা বিশুদ্ধ 'আক্বীদাহ্ অর্থাৎ সঠিক ধর্ম বিশ্বাসের ভিত্তিতেই সম্পাদিত হয়ে থাকে। আর যদি 'আক্বীদাহ্ বিশুদ্ধ না হয় তাহলে উহার ভিত্তিতে সম্পাদিত যাবতীয় কথা ও কাজ আল্লাহ্‌র নিকট বাতিল বলে গণ্য হয়।

এ সম্পর্কে আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন বলেন ঃ

﴿ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾

[سورة المائدة : ٥]

অর্থাৎ ((আর যে ব্যক্তি ঈমান প্রত্যাখ্যান করবে তার সমস্ত 'আমল অবশ্যই বিফলে যাবে এবং সে পরকালে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে))। (সূরা মায়িদা, ৫ ঃ ৫ আয়াত)।

অন্যত্র আল্লাহ্ রাব্বুল ইয্যত তাঁর পবিত্র ক্বুর'আনে ঘোষণা করেন ঃ

﴿ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ [سورة الزمر : ٦٥]

অর্থাৎ ((তোমার প্রতি এবং তোমার পূর্বে অতীত সমস্ত নবী রাসূলগণের প্রতি অবশ্যই এ বার্তা পাঠানো হয়েছে, তুমি যদি আল্লাহ্‌র সাথে শির্ক কর তাহলে তোমার সমস্ত 'আমল অবশ্যই নিস্ফল হয়ে যাবে, আর তুমি নিঃসন্দেহে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে))। (সূরা যুমার, ৩৯ ঃ ৬৫ আয়াত)।

এ বাক্যের স্বপক্ষে পবিত্র ক্বুর'আনে বর্ণিত আয়াতের সংখ্যা অনেক। আল্লাহ্ তা'আলার অবতীর্ণ সুস্পষ্ট কিতাব ও তাঁর বিশ্বস্ত রাসূলের ﷺ বর্ণিত সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত আছে যে, বিশুদ্ধ 'আক্বীদাহ্‌র সার কথা হল ঃ আল্লাহ্ তা'আলার উপর, তাঁর

www.pathagar.com

মালাইকাগণ (ফেরেশতা), কিতাব সমূহ ও রাসূলগণের উপর, আখিরাতের উপর এবং তকদীরের মঙ্গল ও অমঙ্গলের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা। এ ছয়টি বিষয় হল সেই সঠিক ধর্ম বিশ্বাসের মৌলিক বিষয়বস্তু বা নীতিমালা, যা নিয়ে নাযিল হল আল্লাহ্‌র মহান গ্রন্থ পবিত্র কুর'আন এবং প্রেরিত হলেন আল্লাহ্‌র প্রিয় নবী মুহাম্মাদ ﷺ। এই মৌলিক নীতিমালারই শাখা-প্রশাখা হল অদৃশ্য বিষয়াদি এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল ﷺ কর্তৃক প্রদত্ত যাবতীয় সংবাদ, যেগুলির প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা প্রত্যেকের জন্য অপরিহার্য। উক্ত ছয় নীতিমালার স্বপক্ষে কুর'আন ও রাসূলের ﷺ সুন্নায় অসংখ্য প্রমাণ রয়েছে। তন্মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলার নিম্নোক্ত বাণীগুলি সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন বলেন ঃ

﴿ لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ ﴾ [سورة البقرة : ١٧٧]

অর্থাৎ ((তোমরা পূর্ব দিকে মুখ ফিরালে কিংবা পশ্চিম দিকে, তা কোন প্রকৃত পুণ্যের ব্যাপার নয়, বরং প্রকৃত পুণ্যের অধিকারী হল সেই ব্যক্তি যে আল্লাহ্, পরকাল, মালাইকা, আসমানী কিতাব এবং প্রেরিত নবীগণের প্রতি নিষ্ঠার সাথে বিশ্বাস স্থাপন করল))। (সূরা বাক্বারাহ্, ২ ঃ ১৭৭ আয়াত)।

অন্যত্র আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

﴿ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ ﴾ [سورة البقرة : ٢٨٥]

অর্থাৎ ((রাসূল তাঁর প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তাঁর প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা বিশ্বাস করেন এবং মু'মিনগণ (বিশ্বাস করে); তারা সবাই আল্লাহ্‌কে, তাঁর মালাইকাগণকে, তাঁর কিতাব সমূহকে এবং তাঁর রাসূলগণকে বিশ্বাস করে থাকে। তারা বলে ঃ আমরা তার রাসূলগণের মধ্যে কোন তারতম্য করি না))। (সূরা বাক্বারাহ্, ২ ঃ ২৮৫ আয়াত)।

আল্লাহ্ বারী তা'আলা তাঁর পবিত্র কুর'আনে আরও ঘোষণা করেন ঃ

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴾ [سورة النساء : ١٣٦]

www.pathagar.com

অর্থাৎ ((হে মু'মিণগণ ! তোমরা বিশ্বাস স্থাপন কর আল্লাহ্‌র প্রতি তাঁর রাসূলের প্রতি, এবং এই কিতাবের প্রতি যা তিনি তাঁর রাসূলের উপর অবতীর্ণ করেছেন। এবং ঐ কিতাবের প্রতি যা পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছে। এবং যে কেউ আল্লাহ্, তদীয় মালাইকাগণ, তাঁর কিতাব সমূহ, তাঁর রাসূলগণ এবং পরকাল সম্বন্ধে অবিশ্বাস করে, তাহলে নিশ্চয়ই সে সুদূর বিপথে বিভ্রান্ত হয়েছে))। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ১৩৬ আয়াত)।

আল্লাহ্ ওয়া জাল্লা শানুহু বলেন ঃ

﴿ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَٰلِكَ فِي كِتَابٍ ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴾ [سورة الحج : ٧٠]

অর্থাৎ ((তোমরা কি জান না যে, আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু রয়েছে আল্লাহ্ তা অবগত আছেন ? এ সবকিছুই লিপিবদ্ধ রয়েছে এক কিতাবে; এটা আল্লাহ্‌র নিকট অতি সহজ))। (সূরা হজ্জ, ২২ ঃ ৭০ আয়াত)।

উপরোক্ত নীতিমালা প্রমাণে ছহীহ্ হাদীছের সংখ্যাও অনেক। তন্মধ্যে সেই সুপ্রসিদ্ধ ছহীহ্ হাদীছটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, যা ইমাম মুসলিম স্বীয় ছহীহ্ হাদীছ গ্রন্থে আমীরুল মু'মিনীন 'উমর বিন খাত্তাব (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। উক্ত হাদীছে বর্ণিত আছে যে, জিবরাঈল (আঃ) যখন নবী কারীমকে ﷺ ঈমান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন তখন তিনি উত্তরে বলেন ঃ ঈমান হল আল্লাহ্‌র প্রতি, তাঁর মালাইকাদের প্রতি, তাঁর কিতাব সমূহের প্রতি, তাঁর রাসূলগণের প্রতি, আখিরাত ও ভাগ্যের ভাল মন্দের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা।

উক্ত হাদীছটি ইমাম বুখারী ও মুসলিম উভয়ই আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। উল্লেখ থাকে যে, আল্লাহ্ তা'আলা সম্পর্কে এবং পরকাল সংক্রান্ত ব্যাপারসহ অন্যান্য গায়েবী বিষয়াদী, যার প্রতি প্রত্যেক মুসলিমের আস্থাবান হওয়া একান্ত অপরিহার্য, উক্ত ছয় নীতিমালারই শাখা – প্রশাখা হিসাবে বিবেচিত।

প্রথম নীতি ঃ

আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান

আল্লাহ্‌র প্রতি প্রথমতঃ এই বিশ্বাস স্থাপন করা যে, তিনিই ইবাদতের একমাত্র যোগ্য, সত্যিকার মা'বুদ অন্য কেউ নয়। কেননা, একমাত্র তিনিই বান্দাদের সৃষ্টি করেছেন, তাদের প্রতি অনুগ্রহকারী এবং তাদের জীবিকার ব্যবস্থাপক। তিনি তাদের প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য যাবতীয় বিষয় সম্পর্কে পূর্ণ অবহিত এবং তিনি তাঁর অনুগত বান্দাকে প্রতিফল দানে ও অবাধ্য দেরকে শাস্তি প্রদানে সম্পূর্ণ সক্ষম। আর, এই

www.pathagar.com

ইবাদতের জন্যই আল্লাহ্ তা'আলা জিন ও ইনসানকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের প্রতি তা বাস্তবায়নের নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ﴾ [سورة الذريت : ٥٦-٥٧]

অর্থাৎ ((আমি জিন ও মানুষকে কেবল আমার ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছি। আমি তাদের নিকট হতে কোন জীবিকা চাই না এবং এটাও চাই না যে, তারা আমার আহার্য যোগাবে))। (সূরা জারিয়াঃ, ৫১ ঃ ৫৬ ও ৫৭ আয়াত)।

আল্লাহ্ ওয়া যাল্লা জালালুহু বলেন ঃ

﴿ يَاأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [سورة البقرة ٢١،٢٢]

অর্থাৎ ((হে মানববৃন্দ ! তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের ইবাদত কর যিনি তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে সৃষ্টি করেছেন, যেন তোমরা ধর্মভীরু হও। তিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে বিছানা ও আকাশকে ছাদ স্বরূপ সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি আকাশ হতে বারি বর্ষণ করেন, অতঃপর তদ্বারা তোমাদের জন্য উপজীবিকা স্বরূপ ফলপুঞ্জ উৎপাদন করেন। অতএব, তোমরা এসব কথা জেনে শুনে কাউকে আল্লাহ্র সমকক্ষ দাঁড় করোনা))। (সূরা বাক্বারাহ্, ২ ঃ ২১ ও ২২ আয়াত)।

এ সত্যকে স্পষ্ট করে তুলে ধরার জন্য এবং এর প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানিয়ে উহার পরিপন্থী বিষয় থেকে সতর্ক করে দেয়ার উদ্দেশ্যে আল্লাহ্পাক যুগে যুগে বহু নবী রাসূল পাঠিয়েছেন ও কিতাব সমূহ অবতীর্ণ করেছেন।

আল্লাহ্ আয্যা ওয়া জাল্লাহ্ বলেন ঃ

﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ﴾

[سورة النحل : ٣٦]

অর্থাৎ ((প্রত্যেক জাতির প্রতি রাসূল পাঠিয়েছি এ আদেশ সহকারে যে, তোমরা একমাত্র আল্লাহ্র ইবাদত কর এবং তাগুত (শয়তান বা শয়তানী শক্তি) এর ইবাদত থেকে দূরে থাক))। (সূরা নাহ্ল ১৬ ঃ ৩৬ আয়াত)।

www.pathagar.com

আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলেন ঃ

﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِىٓ إِلَيْهِ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنَا۠ فَٱعْبُدُونِ ﴾ [سورة الانبياء : ٢٥]

অর্থাৎ ((আমি তোমার পূর্বে এমন কোন রাসূল প্রেরণ করিনি তার প্রতি এই অহী ব্যতীত যে, আমি ছাড়া অন্য কোন মা'বুদ নেই ; সুতরাং তোমরা আমারই ইবাদত কর))। (সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ২৫ আয়াত)।

অন্যত্র আল্লাহ্ ওয়া যাল্লা শানুহু আরও বলেন ঃ

﴿ كِتَٰبٌ أُحْكِمَتْ ءَايَٰتُهُۥ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ○ أَلَّا تَعْبُدُوٓا۟ إِلَّا ٱللَّهَ ۚ إِنَّنِى لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ ﴾ [سورة هود: ٢،١]

অর্থাৎ ((এটি (কুর'আন) এমন একটি কিতাব যার আয়াতসমূহ (প্রমাণাদি দ্বারা) মযবুত করা হয়েছে, অতঃপর বিষদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, প্রজ্ঞাময়, মহাজ্ঞাতা (আল্লাহ্) এর পক্ষ হতে। এই (উদ্দেশ্যে) যে, আল্লাহ্ ছাড়া কারো ইবাদত করো না ; আমি (নবী) তাঁর (আল্লাহ্‌র) পক্ষ হতে তোমাদেরকে ভয় প্রদর্শনকারী ও সুসংবাদদাতা))। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ১ ও ২ আয়াত)।

উল্লেখিত এই ইবাদতের প্রকৃত অর্থ হল ঃ যাবতীয় ইবাদত একমাত্র আল্লাহ্‌পাকের জন্যই নিবেদিত করা। প্রার্থনা, ভয়, আশা, ছালাত, ছিয়াম, কুরবানী, মানত ইত্যাদি সমস্ত ইবাদত তাঁরই প্রতি পূর্ণ ভালবাসা রেখে তার মহত্ত্বের সম্মুখে অবনত মস্তকে ছওয়াবের অ... ...া শ্রদ্ধাপূর্ণ ভয় ও পূর্ণ বশ্যতা সহকারে সম্পাদন করা। পবিত্র কুর'আনে ...যাত এই মহান মৌলিক নীতি সম্পর্কেই অবতীর্ণ হয়েছে। যেমন আল্লা... ...মীন বলেন ঃ

﴿ فَٱعْبُدِ ٱللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ ○ أَلَا لِلَّهِ ٱلدِّينُ ...ـِصُ ﴾ [سورة الزمر : ٢، ٣]

অর্থাৎ ((অতএব, তুমি এ... আল্লাহ্‌র ইবাদত কর, দ্বীনকে একমাত্র তাঁরই জন্য খালেছ কর। সাবধান! খালেছ দ্বীন তো একমাত্র আল্লাহ্‌রই প্রাপ্য))। (সূরা যুমার, ৩৯ ঃ ২ ও ৩ আয়াত)।

মহান আল্লাহ্‌পাক বলেন ঃ

﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوٓا۟ إِلَّآ إِيَّاهُ ﴾ [سورة الاسراء : ٢٣]

অর্থাৎ ((তোমার প্রতিপালক এই নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তোমরা তাঁকে ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করবে না))। (সূরা ইস্‌রা, ১৭ ঃ ২৩ আয়াত)।

www.pathagar.com

আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

﴿ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ﴾ [سورة غافر : ١٤]

অর্থাৎ ((অতএব, তোমরা আল্লাহ্কে ডাক তাঁর আনুগত্যে একনিষ্ঠ হয়ে ; যদিও কাফিররা এটা অপছন্দ করে))। (সূরা গাফির/ মু'মিন, ৪০ ঃ ১৪ আয়াত)।

মুয়াজ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী কারীম ﷺ বলেছেন ঃ বান্দার উপর আল্লাহ্র অধিকার হল, তারা যেন কেবল তাঁরই ইবাদত করে এবং এতে অন্য কাউকে তাঁর সাথে শরীক না করে। (বুখারী ও মুসলিম)।

আল্লাহ্র প্রতি ঈমানের আরেকটি দিক হল – ঐ সমস্ত বিষয়ের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা, যা আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের উপর ওয়াজিব ও ফরজ করে দিয়েছেন। যথা ঃ ইসলামের পাঁচটি বাহ্যিক স্তম্ভ – (১) স্বাক্ষ্য প্রদান করা যে, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন মা'বুদ নেই এবং মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহ্র রাসূল। (২) ছালাত আদায় করা। (৩) যাকাত প্রদান করা। (৪) রমাযান মাসে ছিয়াম পালন করা এবং (৫) বায়তুল্লাহ্ শরীফে পৌঁছার সামর্থবান ব্যক্তির পক্ষে হজ্জব্রত পালন করা, ইত্যাদি সহ অন্যান্য ফরজগুলি, যা নিয়ে পবিত্র শরীয়তের আগমন ঘটেছে। উপরোক্ত স্তম্ভ বা রোকনগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ও প্রধান রোকন হল – এই সাক্ষ্য প্রদান করা যে, "আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন মা'বুদ নেই এবং মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহ্র রাসূল।" সুতরাং, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন মা'বুদ নেই— এই সাক্ষ্যের দাবী হল একমাত্র আল্লাহ্র জন্য ইবাদতকে খালেছ করা এবং আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কিছু হতে তা মুক্ত রাখা। এটিই হল কালিমা তৈয়েবার (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ্) প্রকৃত অর্থ। যেহেতু, এর যথার্থ অর্থ হল – আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন সত্যিকারের মা'বুদ নেই। সুতরাং, তাঁকে ব্যতীত যা কিছুর ইবাদত করা হয়, তা সে মানব সন্তানই হোক কিংবা মালাইকা, জিন অথবা অন্য যাই হোক না কেন সবই বাতিল। সত্যিকারের মা'বুদ হলেন কেবল সেই মহান আল্লাহ্ তা'আলা। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ ﴾ [سورة الحج:٦٢]

অর্থাৎ ((এ জন্য যে, আল্লাহ্ সত্য এবং তারা তাঁর পরিবর্তে যাকে ডাকে ওটা তো অসত্য))। (সূরা হজ্জ, ২২ ঃ ৬২ আয়াত)।

ইতিপূর্বে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা এই যথার্থ মৌলিক বিষয়ের উদ্দেশ্যেই জিন ও মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাদেরকে তা পালনেরও নির্দেশ দিয়েছেন। এরই উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ তা'আলা যুগে যুগে তাঁর রাসূলগণকে পাঠিয়েছেন এবং তাঁদের প্রতি পবিত্র কিতাব সমূহ অবতীর্ণ করেছেন। সুতরাং, হে পাঠক! বিষয়টি ভাল করে ভেবে দেখুন এবং এ সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করুন। আপনার কাছে নিশ্চয়ই স্পষ্ট হয়ে

www.pathagar.com

উঠবে যে, অধিকাংশ মুসলিম উক্ত গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক নীতি সম্পর্কে বিরাট অজ্ঞতার মধ্যে নিপতিত রয়েছে। ফলে, তারা আল্লাহ্‌র সাথে অন্যেরও ইবাদত করছে এবং তাঁর প্রাপ্য ও পূর্ণ অধিকার অন্যের নিকট নিবেদিত করে চলছে। (আল্লাহ্‌পাকই আমাদের একমাত্র সহায়)।

এ বিশ্বাসও আল্লাহ্‌পাকের প্রতি ঈমানের অন্তর্ভুক্ত যে, তিনিই সর্ব জগতের সৃষ্টিকর্তা, তাদের যাবতীয় বিষয়ের ব্যবস্থাপক এবং আল্লাহ্‌পাক যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে স্বীয় জ্ঞান ও কুদরতের দ্বারা তাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করেন। তিনি দুনিয়া ও আখিরাতের মালিক ও সমগ্র জগৎ বাসীর প্রতিপালক। তিনি ব্যতীত কোন স্রষ্টা নেই, নেই কোন রব। তিনিই আপন বান্দাগণের যাবতীয় সংশোধন, তাদের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক মঙ্গল ও কল্যাণের প্রতি আহ্বান জানানোর উদ্দেশ্যে রাসূলগণকে প্রেরণ করেছেন এবং আসমানী কিতাবসমূহ অবতীর্ণ করেছেন। ঐ সমস্ত ব্যাপারে মহান আল্লাহ্ তা'আলার কোন শরীক নেই।

আল্লাহ্ রাব্বুল ইয্যত বলেন ঃ

﴿ اَللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَىْءٍ ۖ وَّهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ وَّكِيْلٌ ﴾ [سورة الزمر : ٦٢]

অর্থাৎ ((আল্লাহ্‌ই প্রতিটি বস্তুর সৃষ্টিকর্তা এবং তিনিই সমস্ত কিছুর কর্মবিধায়ক))। (সূরা যুমার, ৩৯ ঃ ৬২ আয়াত)।

অন্যত্র আল্লাহ্ বারী তা'আলা আরও বলেন ঃ

﴿ اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِى الَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهٗ حَثِيْثًا وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُوْمَ مُسَخَّرٰتٍ بِاَمْرِهٖ ۗ اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ ۗ تَبٰرَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ﴾

[سورة الاعراف : ٥٤]

অর্থাৎ ((নিশ্চয়ই তোমাদের প্রতিপালক হলেন আল্লাহ্ ! যিনি আকাশ মণ্ডলী ও পৃথিবীকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তিনি আরশের উপর আসীন হয়েছেন। তিনি রাতকে দিনের উপর সমাচ্ছন্ন করে দেন, যাতে রাত দ্রুত গতিতে দিনের অনুসরণ করে চলে। আর তিনি সৃষ্টি করেছেন সূর্য, চন্দ্র ও তারকারাজি। সবই তার নির্দেশে পরিচালিত। জেনে রেখো, সৃষ্টি আর হুকুম প্রদানের মালিক তিনিই। চির মঙ্গলময় মহান আল্লাহ্, তিনিই সর্বজগতের রব))। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ৫৪ আয়াত)।

আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি ঈমানের আরেকটি দিক হল, পবিত্র মহান কুর'আন শরীফে উদ্ধৃত ও বিশ্বস্ত রাসূলে কারীম ﷺ হতে প্রমাণিত আল্লাহ্ তা'আলার সর্ব

www.pathagar.com

সুন্দর নামসমূহ ও তাঁর সর্বোন্নত গুণরাজির উপর কোন প্রকার বিকৃতি, অস্বীকৃতি, ধরণ, গঠন কিংবা সাদৃশ্য আরোপ না করে বিশ্বাস স্থাপন করা। এগুলি যেভাবে এসেছে ঠিক সেভাবেই কোন ধরণ, গঠন নির্ণয় না করে উহার মহান অর্থগত দিক সমূহের উপর অবশ্যই বিশ্বাস স্থাপন করে নিতে হবে। কেননা, এগুলিই আল্লাহ্ তা'আলার সেসব গুনাবলী যদ্দারা কোন সৃষ্টির সাথে সাদৃশ্য আরোপ না করে যথোপযুক্তভাবে তাঁকে বিশেষিত করতে হবে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ [سورة الشورى:١١]

অর্থাৎ ((কোন কিছুই তাঁর সদৃশ নয়। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা))। (সূরা শুরা, ৪২ ঃ ১১ আয়াত)।

অন্যত্র আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

﴿ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [سورة النحل : ٧٤]

অর্থাৎ ((সুতরাং তোমরা আল্লাহ্র কোন সদৃশ স্থির কর না, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ জানেন এবং তোমরা জান না))। (সূরা নাহ্ল, ১৬ ঃ ৭৪ আয়াত)।

এই হল রাসূলুল্লাহ্র ﷺ ছাহাবীগণ ও তাঁদের নিষ্ঠাবান অনুসারী আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআ'তের 'আক্বীদাহ্ বা ধর্ম বিশ্বাস।

ইমাম আবুল হাসান আল – আশ'আরী (রঃ) তাঁর আল-মুকালাত'আন আছহাবুল হাদীছ ওয়া আহ্লুল সুন্নাহ্ নামক গ্রন্থে এই 'আক্বীদাহ্র কথাই উদ্ধৃত করেছেন। এভাবে ইল্ম ও ঈমানের বিজ্ঞজনেরাও তা বর্ণনা করেছেন। ইমাম আওযায়ী (রঃ) বলেন ঃ ইমাম জুহ্রী ও মাক্হুলকে আল্লাহ্ তা'আলার গুণরাজি সম্পর্কিত আয়াতগুলি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তাঁরা উত্তরে বলেন ঃ "এগুলি যেভাবে এসেছে সেভাবেই মেনে নাও।" ওয়ালীদ বিন মুসলিম (রঃ) বলেন ঃ ইমাম মালেক, আওযায়ী, লাইছ বিন সা'দ ও সুফইয়ান ছাওরীকে আল্লাহ্র গুণরাজি সম্বন্ধে বর্ণিত হাদীছ সমূহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তাঁরা সকলেই উত্তরে বলেন ঃ "এগুলি যেভাবে এসেছে ঠিক সেভাবেই কোন ধরণ, প্রকরণ নির্নয় ব্যতিরেকে মেনে নাও।" ইমাম আওযায়ী বলেন ঃ বহুল সংখ্যায় তাবেয়ীগণের জীবদ্দশায় আমরা বলাবলি করতাম যে, আল্লাহ্পাক তাঁর আরশের উপর বিরাজমান রয়েছেন এবং হাদীছ শরীফে বর্ণিত তাঁর সব গুণাবলীর উপর আমরা বিশ্বাস স্থাপন করি। ইমাম মালেকের ওস্তাদ রাবী'আ বিন-আবু আব্দুর রহমানকে (রঃ) الاستواء (আরশের উপর আল্লাহ্র সমাসীন হওয়া সম্পর্কে) যখন জিজ্ঞেস করা হয় তখন তিনি বলেন ঃ আরশের উপর আল্লাহ্র সমাসীন হওয়া অজানা ব্যাপার নয়; তবে এর বাস্তব ধরণ আমাদের বোধগম্য নয়। আল্লাহ্র পক্ষ থেকেই আসে

www.pathagar.com

রিসালাত, আর রাসূলের দায়িত্ব হল স্পষ্টভাবে এর ঘোষণা করা এবং আমাদের কর্তব্য হল এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা। ইমাম মালেককে (রাহিমাহুল্লাহ্) الاستواء সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে উত্তরে তিনি বলেনঃ সমাসীন হওয়া আমাদের জ্ঞাতে আছে, তবে এর বাস্তব ধরণ অজ্ঞাত। এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা আমাদের অবশ্য কর্তব্য এবং এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা বিদ'আত। অতঃপর তিনি প্রশ্নকারীকে সম্বোধন করে বলেনঃ "আমি তো তোমাকে একজন মন্দলোক দেখছি।" এই বলে তাকে মজলিশ থেকে বের করে দেয়ার নির্দেশ দেন। মু'মিনগণের মাতা উম্মে সালমা (রাঃ) হতে ঐ একই অর্থে হাদীছ বর্ণিত আছে। ইমাম আবু আব্দুর রহমান আব্দুল্লাহ্ বিন মুবারক (রঃ) বলেনঃ "আমরা জানি, আমাদের রব স্বীয় সৃষ্টি থেকে আলাদা হয়ে আকাশ মণ্ডলের উর্ধ্বে আপন আরশের উপর বিরাজমান রয়েছেন।"

উপরোক্ত বিষয়ে ইমামগণের অনেক বক্তব্য রয়েছে। এ সংক্ষিপ্ত পরিসরে এর বিস্তারিত উল্লেখ সম্ভব নয়। কারো এর অধিক জানার আগ্রহ হলে সুন্নী আলেমগণ কর্তৃক উক্ত বিষয়ের উপর রচিত বিভিন্ন গ্রন্থাবলী পর্যালোচনা করে দেখুন। উদাহরণ স্বরূপ, কয়েকটি গ্রন্থের নাম উল্লেখ করছি। যথাঃ

১। আব্দুল্লাহ্ বিন ইমাম আহমদ রচিত— কিতাবুস সুন্নাহ্

২। প্রখ্যাত ইমাম মুহাম্মাদ বিন খুযাইমা রচিত— কিতাবুত তাওহীদ

৩। আবুল কাসেম লালকায়ী তাবেয়ীরচিত— কিতাবুস সুন্নাহ

৪। আবু বকর বিন আবি আ'ছি রচিত— কিতাবুস সুন্নাহ

৫। শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যা রচিত — হুমাতবাসীদের প্রতি প্রদত্ত জবাব।

এই গ্রন্থখানা অতি উপকারী এক মহৎ জবাবনামা। গ্রন্থখানায় অতি চমৎকারভাবে আহলে সুন্নাতের 'আক্বীদাহ্ তুলে ধরেছেন এবং তাদের বহুবিধ উক্তিসহ বুদ্ধিবৃত্তিক ও ধর্মীয় দলীল প্রমাণ উদ্ধৃত করেছেন, যা আহলে সুন্নাতের বক্তব্যের বিশুদ্ধতা ও তাদের বিপক্ষীয় বক্তব্যের বাতুলতা সঠিক ভাবে প্রমাণিত করে।

৬। শায়খুল ইসলামের রচিত অনুরূপ আরেকটি কিতাব রিসালায়ে তাদমুরিয়া নামে পরিচিত। এই পুস্তিকায় তিনি উক্ত বিষয়টি সবিস্তারে আলোচনা করেন। বিভিন্ন উক্তি ও যুক্তি সহকারে আহলে সুন্নাতের 'আক্বীদাহ্ স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন এবং এমনভাবে বিরুদ্ধবাদীদের প্রত্যুত্তর প্রদান করেন যে, সত্যান্বেষী ও সরল সজ্জন যে কোন জ্ঞানভাজন ব্যক্তি একটু চিন্তা করলেই তাঁর কাছে সত্য উদ্ভাসিত ও বাতিল বিলুপ্ত হতে দেরী হবে না। আর যে কেউ আল্লাহ্পাকের পবিত্র নাম সমূহ ও গুণাবলী সংক্রান্ত বিশ্বাসে আহ্লে সুন্নাতের বিরোধীতা করবে সে নিশ্চিতভাবেই পরস্পর বিরোধী বিশ্বাসে এবং উদ্ধৃতি ও যুক্তিগত অকাট্য প্রমাণদির বিপক্ষে নিপতিত হবে।

www.pathagar.com

আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামাআ'ত আল্লাহ্ তা'আলার জন্য ঐসব গুণাবলী সাদৃশ্যহীনভাবে প্রতিষ্ঠিত করেন যা তিনি স্বীয় মহান গ্রন্থ আল কুর'আনে অথবা তাঁর রাসূল মুহাম্মাদ ﷺ ছহীহ্ হাদীছ সমূহে আল্লাহ্‌র জন্য প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাঁরা আল্লাহ্‌পাককে তাঁর সৃষ্টির সদৃশ হওয়া থেকে এমনভাবে পূতঃ পবিত্র রাখেন যার মধ্যে তা'তীল বা গুণমুক্ত হওয়ার কোন লেশ থাকে না। ফলে, তাঁরা পরস্পর বিরোধী আস্থা থেকে মুক্ত হয়ে ছহীহ্ দলীল প্রমাণের ভিত্তিতে আল্লাহ্‌র গুণাবলীর উপর বিশ্বাস স্থাপন করে থাকেন। বস্তুতঃ আল্লাহ্‌পাকের বিধানই হল, যে রাসূলগণের মাধ্যমে প্রেরিত সত্যকে আঁকড়ে ধরে, তার সমুদয় সামর্থ সেই পথে ব্যয় করে এবং নিষ্ঠার সাথে এর অন্বেষায় ব্যস্ত থাকে, তাকে আল্লাহ্‌পাক সত্যের পথে চলার তাওফীক দান করেন এবং তার বক্তব্যকে বিজয়ী করে দেন।

আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন বলেন ঃ

﴿ بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ ﴾ [سورة الانبياء : ١٨]

অর্থাৎ ((বরং আমি সত্য দ্বারা আঘাত হানি মিথ্যার উপর; ফলে ওটা মিথ্যাকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দেয় এবং তৎক্ষণাৎ মিথ্যা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়))। (সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ১৮ আয়াত)।

আল্লাহ্ রাব্বুল ইয্যত অন্য আয়াতে বলেন ঃ

﴿ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ﴾ [سورة الفرقان : ٣٣]

অর্থাৎ ((আর যখনই তারা তোমার সম্মুখে কোন নতুন কথা নিয়ে এসেছে, সঙ্গে সঙ্গে আমি এর জবাব তোমাকে জানিয়ে দিয়েছি এবং এর সঠিক সমাধান ও সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়েছি))। (সূরা ফুরকান, ২৫ ঃ ৩৩ আয়াত)।

হাফিয ইব্‌নে কাসীর (রঃ) তাঁর বিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থে আল্লাহ্‌পাকের বাণী উল্লেখ করে বলেছেন ঃ

﴿ إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ﴾ [سورة الاعراف : ٥٤]

অর্থাৎ ((বস্তুত ঃ তোমাদের রব হলেন সেই আল্লাহ্ যিনি আকাশ মণ্ডল ও পৃথিবীকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তিনি আরশের উপর বিরাজমান হয়েছেন))। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ৫৪ আয়াত)।

www.pathagar.com

এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে অতি সুন্দর কথা তিনি বলেছেন, যা অত্যন্ত উপকারী বিধায় এখানে বর্ণনা করা প্রণিধানযোগ্য মনে করছি।

তিনি বলেছেন ঃ এ প্রসঙ্গে লোকদের বক্তব্য অনেক, এর বিস্তারিত বর্ণনার স্থান এখানে নয়। আমরা এ ব্যাপারে ঐ পথই গ্রহণ করবো, যে পথে চলেছেন পূর্বেকার সুযোগ্য মাশায়েখ ইমাম মালেক, আওযায়ী, ছাওরী, লাইছ বিন সা'দ, শাফেয়ী, আহমদ, ইস্হাক বিন রাহ্ওয়া সহ তৎকালীন ও পরবর্তী মুসলিমদের ইমামগণ। আর তা হল ঃ আল্লাহ্ তা'আলার গুণাবলীর বর্ণনা যেভাবে আমাদের কাছে পৌঁছেছে ঠিক সেভাবেই তা মেনে নেয়া, এর কোন ধরণ, সাদৃশ্য কিংবা গুণ বিমুক্তি নির্ণয় ব্যতিরেকেই। সাদৃশ্য পন্থীদের মস্তিস্কে প্রথম লগ্নেই আল্লাহ্র গুণাবলী সম্পর্কে যে কল্পনার উদয় ঘটে আল্লাহ্পাক তা থেকে সম্পূর্ণরূপে বিমুক্ত। কেননা, কোন ব্যাপারেই কোন সৃষ্টি আল্লাহ্র সদৃশ হতে পারে না। তাঁর সমতুল্য কোন বস্তু নেই, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। প্রকৃতপক্ষে বিষয়টি তদ্রুপই, যেরূপ শ্রদ্ধেয় ইমামগণ বলে গেছেন। তাঁদের মধ্যে ইমাম বুখারীর ওস্তাদ নঈম বিন হাম্মাদ আল খুজায়ী অন্যতম। তিনি বলেছেন ঃ যে লোক আল্লাহ্কে তাঁর সৃষ্টির সাথে কোন ব্যাপারে সদৃশ মনে করে সে কাফির এবং যে আল্লাহ্র সেই সব গুণাবলি অস্বীকার করে যা দ্বারা তিনি নিজেকে বিশেষিত করেছেন সেও কাফির। কেননা, আল্লাহ্কে স্বয়ং তিনি বা তাঁর রাসূল যেসব গুণরাজি দ্বারা বিশেষিত করেছেন, সৃষ্টির সাথে সেগুলোর কোন সাদৃশ্য নেই। সুতরাং, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার জন্য ক্বুর'আনের স্পষ্ট আয়াত ও ছহীহ্ হাদীছ সমূহে বর্ণিত গুণরাজি এমনভাবে প্রতিষ্ঠা করে, যা আল্লাহ্ তা'আলার মহত্ত্বের সাথে মানানসই হয় এবং তাঁকে যাবতীয় অপূর্ণতা কিংবা ত্রুটি বিচ্যুতি থেকে পাক পবিত্র রাখে সে ব্যক্তিই হিদায়েতের পথ সঠিকভাবে অনুসরণ করে চলে।

দ্বিতীয় নীতি ঃ

মালাইকাদের (ফেরেশতা) প্রতি ঈমান

মালাইকাদের প্রতি ব্যাপক ও বিশদভাবে বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। একজন মুসলিম আন্তরিকতার সাথে এ বিশ্বাস স্থাপন করবে যে, আল্লাহ্ তা'আলার অসংখ্য মালাইকা রয়েছেন। তাদেরকে তিনি নিজ আনুগত্যের জন্য সৃষ্টি করেছেন। তাদের বর্ণনা দিয়ে তিনি বলেছেন যে, আল্লাহ্র সম্মুখে তারা কোন কথা বলে না, বরং তারা সর্বদা আল্লাহ্র আদেশানুসারে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করেন। আল্লাহ্ তা'আলা এ সম্পর্কে বলেন ঃ

www.pathagar.com

﴿ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ ﴾ [سورة الانبياء : ٢٨]

অর্থাৎ ((তাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে যা কিছু আছে তা তিনি অবগত; তারা সুপারিশ করে শুধু তাদের জন্য যাদের প্রতি তিনি সন্তুষ্ট এবং তারা (মালাইকা) তাঁর ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত))। (সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ২৮ আয়াত)।

আল্লাহ্‌র মালাইকাগণ অনেক প্রকার দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছেন। তন্মধ্যে একদল তাঁর আরশ উত্তোলনের কাজে, অপর একদল জান্নাত ও জাহান্নামের তত্ত্বাবধানে এবং আরেক দল মানুষের 'আমলনামা সংরক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছেন।

আর আমরা বিশদভাবে ঐসব মালাইকাদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করব যাদের নাম আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল ﷺ উল্লেখ করেছেন। যেমন, জিব্‌রাঈল (আলাইহিস সালাম), মিকাঈল (আঃ), ইস্রাফিল (আঃ) ও মালিক (আঃ) যিনি জাহান্নামের তত্ত্বাবধায়ক এবং ইস্রাফিল (আঃ), যিনি মহা প্রলয়ের দিন শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়ার দায়িত্বে রয়েছেন। একাধিক ছহীহ্ হাদীছে তাঁর কথা উল্লেখ আছে। তাঁরা প্রত্যেকেই আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত এক এক কাজে নিয়োজিত রয়েছেন।

আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত এক ছহীহ্ হাদীছে প্রমাণিত আছে যে, নবী কারীম ﷺ বলেছেনঃ "মালাইকাগণ নূরের সৃষ্টি, জিনেরা আগুন থেকে সৃষ্টি এবং আদমকে যা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন তা আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর পবিত্র কুর'আনে বলে দিয়েছেন।" (মুসলিম)।

তৃতীয় নীতি ঃ

আসমানী কিতাব সমূহের প্রতি ঈমান

এভাবে আল্লাহ্ তা'আলার কিতাব সমূহের প্রতি ঈমান আনয়ণের ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে এ বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে যে, আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন আপন সত্যের ঘোষণা এবং এর প্রতি আহ্বান জানানোর উদ্দেশ্যে তাঁর নবী ও রাসূলগণের উপর বহু সংখ্যক কিতাব অবতীর্ণ করেছেন।

আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেনঃ

﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ﴾ [سورة حديد : ٢٥]

www.pathagar.com

অর্থাৎ ((নিশ্চয়ই আমি আমার রাসূলগণকে প্রেরণ করেছি স্পষ্ট প্রমাণসহ এবং তাদের সঙ্গে দিয়েছি কিতাব ও ন্যায় নীতি, যাতে মানুষ সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে))। (সূরা হাদীদ, ৫৭ ঃ ২৫ আয়াত)।

অন্যত্র আল্লাহ্ রাব্বুল ইয্যত আরও বলেন ঃ

﴿ كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ ﴾ [سورة البقرة : ٢١٣]

অর্থাৎ ((প্রথম দিকে মানব জাতি একই সম্প্রদায় ভুক্ত ছিল ; অতঃপর আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন সুসংবাদ বাহক ও ভয় প্রদর্শক রূপে নবীগণকে প্রেরণ করলেন এবং তিনি তাদের সাথে সত্যসহ গ্রন্থ অবতীর্ণ করলেন যেন (ঐ কিতাব) তাদের মতভেদের বিষয়গুলি সম্বন্ধে চূড়ান্ত মীমাংসা করে দেয়))। (সূরা বাক্বারাহ্, ২ ঃ ২১৩ আয়াত)।

আর বিশদভাবে আমরা ঐ সব কিতাবের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করব যেগুলির নাম আল্লাহ্ তা'আলা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। যেমন, তাওরাত, ইঞ্জিল, যবুর ও কুর'আন। এগুলির মধ্যে কুর'আনই সর্বোত্তম ও সর্বশেষ কিতাব, যা পূর্ববর্তী অপর কিতাব সমূহের সংরক্ষক ও সত্যায়ণকারী। সমগ্র উম্মতকেই এর অনুসরণ করতে হবে এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত ছহীহ্ সুন্নাহ্সহ এরই মীমাংসা মেনে নিতে হবে। কেননা, আল্লাহ্পাক তাঁর নবী মুহাম্মাদকে ﷺ সমগ্র জিন ও ইনসানের প্রতি রাসূল হিসাবে প্রেরণ করেছেন এবং তাঁর প্রতি এই মহান কিতাব কুর'আন অবতীর্ণ করেছেন, যাতে তিনি (রাসূল) ﷺ এর দ্বারা লোকদের মধ্যে মীমাংসা করেন। উপরন্তু আল্লাহ্ তা'আলা এই কুর'আনকে তাদের অন্তরস্থ যাবতীয় ব্যাধির প্রতিকার, তাদের প্রতিটি বিষয়ের স্পষ্ট প্রতিপাদক এবং ঈমানদারদের জন্য হিদায়েত ও রহমত স্বরূপ অবতীর্ণ করেছেন।

আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন বলেন ঃ

﴿ وَهَـٰذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾

[سورة الانعام : ١٥٥]

অর্থাৎ ((আর আমি এই কিতাব অবতীর্ণ করেছি যা বরকতময় ও কল্যাণময়! সুতরাং , তোমরা এর অনুসরণ করে চল এবং এর বিরোধিতা হতে বেঁচে থাক, হয়তো তোমাদের প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ প্রদর্শন করা হবে))। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ১৫৫ আয়াত)।

www.pathagar.com

আল্লাহ্ রাব্বুল ইয্যত আরও বলেন ঃ

﴿ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَٰبَ تِبْيَٰنًا لِّكُلِّ شَىْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ﴾

[سورة النحل : ٨٩]

অর্থাৎ ((আমি আত্মসমর্পণকারীদের (মুসলিমদের) জন্য প্রত্যেক বিষয়ে স্পষ্ট ব্যাখ্যা স্বরূপ, পথ নির্দেশ, দয়া ও সুংসবাদ স্বরূপ তোমার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করেছি))। (সূরা নাহ্ল, ১৬ ঃ ৮৯ আয়াত)।

আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

﴿ قُلْ يَٰٓأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّى رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِى لَهُۥ مُلْكُ السَّمَٰوَٰتِ وَالْأَرْضِ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ يُحْىِۦ وَيُمِيتُ فَـَٔامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِىِّ الْأُمِّىِّ الَّذِى يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَٰتِهِۦ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴾ [سورة الاعراف : ١٥٨]

অর্থাৎ ((বল, হে মানব মণ্ডলী! নিশ্চয়ই আমি তোমাদের সকলের জন্য সেই আল্লাহ্র রাসূল হিসাবে প্রেরিত হয়েছি, যিনি আকাশ ও ভূ–মণ্ডলের সার্বভৌম একচ্ছত্র মালিক। তিনি ছাড়া আর কোন মা'বুদ নেই। তিনিই জীবিত করেন ও মৃত্যু ঘটান। সুতরাং, আল্লাহ্র প্রতি এবং তাঁর সেই বার্তাবাহক নিরক্ষর নবীর প্রতি ঈমান আনয়ণ কর। যে আল্লাহ্ ও তাঁর পবিত্র কালামে বিশ্বাস স্থাপন করে, তোমরা তাঁরই অনুসরণ কর। আশা করা যায়, তোমরা সরল সঠিক পথের সন্ধান পাবে))। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ১৫৮ আয়াত)।

পবিত্র কুর'আনে উপরোক্ত অর্থবোধক আয়াতের সংখ্যা অনেক।

চতুর্থ নীতি ঃ

রাসূলগণের প্রতি ঈমান

আল্লাহ্র প্রেরিত রাসূলগণের প্রতিও ব্যাপক ও বিশদভাবে বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। সুতরাং, আমরা বিশ্বাস করি যে, আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন আপন বান্দাদের প্রতি তাদের মধ্য হতে বহু সংখ্যক রাসূল— শুভ সংবাদবাহী, ভয় প্রদর্শনকারী ও সত্যের পথে আহ্বায়ক রূপে প্রেরণ করেছেন। যে ব্যক্তি তাদের আহ্বানে সাড়া দিয়েছে সে সৌভাগ্যের পরশ লাভ করেছে, আর যে তাদের বিরোধিতা করেছে সে হতাশা ও অনুশোচনার শিকারে নিপতিত হয়েছে।

www.pathagar.com

রাসূলদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ হলেন আমাদের প্রিয় নবী আব্দুল্লাহ্ বিন আবদুল মুত্তালিবের পুত্র মুহাম্মাদ ﷺ। আব্দুল মুত্তালিবের পিতা হাশিম কুরাইশ বংশোদ্ভুত। আর কুরাইশ আরবের এক বিশিষ্ট গোত্র এবং আরবগণ ইব্রাহীম খালীলুল্লাহ্র পুত্র ইসমাইলের (আঃ) বংশধর। আল্লাহ্পাক তাঁর ও আমাদের নবীর উপর ছালাত ও সালাম বর্ষণ করুন। মুহাম্মাদ ﷺ মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন এবং আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন তাঁকে তেষট্টি (৬৩) বৎসর বয়সে মৃত্যু দান করেন। জীবনের প্রথম চল্লিশ বছর নবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্বে এবং অবশিষ্ট ২৩ বছর নবী হিসাবে অতিবাহিত করেন।

আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِى كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولاً اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّغُوتَ ﴾

[سورة النحل : ٣٦]

অর্থাৎ ((আল্লাহ্র ইবাদত করার ও তাগুতকে (শয়তান বা শয়তানী শক্তিকে) বর্জন করার নির্দেশ দেয়ার জন্য আমি প্রত্যেক জাতির মধ্যেই রাসূল পাঠিয়েছি)) । (সূরা নাহ্ল, ১৬ ঃ ৩৬ আয়াত) ।

আল্লাহ্ বারী তা'আলা আরও বলেন ঃ

﴿ رُّسُلاً مُّبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّٰهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ ﴾

[سورة النساء : ١٦٥]

অর্থাৎ ((আমি সুসংবাদ দাতা ও ভয় প্রদর্শকরূপে রাসূলগণকে প্রেরণ করেছি যাতে রাসূলগণের পরে লোকদের মধ্যে আল্লাহ্ সম্বন্ধে কোন অপবাদ দেয়ার অবকাশ না থাকে)) । (সূরা নিসা, ৪ ঃ ১৬৫ আয়াত) ।

অন্যত্র আল্লাহ্ রাব্বুল ইয্যত আরও বলেন ঃ

﴿ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَّسُولَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّنَ ﴾

[سورة الاحزاب : ٤٠]

অর্থাৎ ((মুহাম্মাদ তোমাদের মধ্যে কোন পুরুষের পিতা নয়, বরং সে আল্লাহ্র রাসূল এবং সর্বশেষ নবী))। (সূরা আহ্যাব, ৩৩ ঃ ৪০ আয়াত)।

www.pathagar.com

ঐ সমস্ত নবী রাসূলগণের মধ্যে আল্লাহ্ যাদের নাম উল্লেখ করেছেন কিংবা যাদের নাম রাসূল ﷺ থেকে প্রমাণিত হয়েছে তাদের প্রতি আমরা বিশদভাবে ও নির্দিষ্ট করে বিশ্বাস স্থাপন করি। যেমন, নূহ, হুদ, সালেহ, ইব্রাহীম ও অন্যান্য রাসূলগণ। আল্লাহ্ তাঁদের সকলের উপর, তাদের পরিবারবর্গ ও অনুসারীদের উপর রহমত ও শান্তি বর্ষণ করুন।

পঞ্চম নীতি ঃ

আখিরাতের উপর ঈমান

আখিরাত সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রাসূল ﷺ কর্তৃক প্রদত্ত যাবতীয় সংবাদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন আখিরাতের উপর ঈমান আনার অন্তর্ভুক্ত। মৃত্যুর পর যা ঘটবে – যেমন, ক্ববরের পরীক্ষা, সেখানকার আযাব ও নিয়ামত এবং ক্বিয়ামাহ্র ভয়াবহতা ও প্রচণ্ডতা, পুলসিরাত, দাঁড়ি পাল্লা, হিসাব নিকাশ, প্রতিফল প্রদান, মানুষের মধ্যে তাদের 'আমলনামা বিতরণ; তখন কেউ তা ডান হাতে গ্রহণ করবে, আবার কেউ বাম হাতে বা পিছনের দিক হতে গ্রহণ করবে ইত্যাদি সব কিছুর উপর বিশ্বাস স্থাপন করা উক্ত ঈমানের আওতাভুক্ত। এতদ্ব্যতীত, আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদের ﷺ অবতরণের জন্য নির্ধারিত হাউযে কাওসার, জান্নাত ও জাহান্নাম, মু'মিন বান্দাগণ কর্তৃক তাদের আল্লাহ্পাকের দর্শন লাভ এবং তাদের সাথে আল্লাহ্র কথোপকথন সহ অন্যান্য যা কিছু ক্বুর'আন কারীম ও রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে বিশুদ্ধভাবে বর্ণিত হাদীছে উল্লেখ রয়েছে, তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপনও আখিরাতের উপর ঈমানের অন্তর্ভুক্ত।

সুতরাং, উপরোক্ত সব ক'টি বিষয়ের উপর আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল কর্তৃক নির্দেশিত পন্থায় বিশ্বাস স্থাপন করা আমাদের উপর ওয়াজিব।

www.pathagar.com

ষষ্ঠ নীতি ঃ

তক্বদীরের (ভাগ্য) প্রতি ঈমান

তক্ব দীরের প্রতি ঈমান বলতে বুঝায় নিম্নোক্ত চারটি বিষয়ের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা।

প্রথমত ঃ এই বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে যে, অতীতে যা কিছু ছিল এবং বর্তমান ও ভবিষ্যতে যা কিছু হচ্ছে কিংবা হবে তার সবকিছুই আল্লাহ্পাকের জানা আছে। আল্লাহপাক তাঁর বান্দাদের যাবতীয় অবস্থা সম্পর্কে অবহিত। তাদের রিয্ক, মত্যুর নির্ধারিত সময়, দৈনন্দিন কার্যাবলীসহ অন্যান্য সব বিষয়াদি সম্পর্কে তিনিই সম্যক অবগত, কোন কিছুই তাঁর অগোচরে নেই। তিনি পূত ঃ পবিত্র, মহান।

এ সম্পর্কে আল্লাহ্ বারী তা'আলা বলেন ঃ

﴿ اَللّٰهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَيَقْدِرُ لَهٗ، اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ ﴾ [سورة عنكبوت : ٦٢]

অর্থাৎ ((আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তার রিয্ক বর্ধিত করেন এবং যার জন্য ইচ্ছা তা সীমিত করেন। আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে সম্যক অবহিত))। (সূরা 'আনকাবুত, ২৯ ঃ ৬২ আয়াত)।

অন্যত্র আল্লাহ্ রাব্বুল ইয্যত আরও বলেন ঃ

﴿ لِتَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ وَّاَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَحَاطَ بِكُلِّ شَىْءٍ عِلْمًا ﴾

[سورة الطلاق : ١٢]

অর্থাৎ ((যাতে তোমরা জানতে পার যে, আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান এবং জ্ঞানে আল্লাহ্ সব কিছুকে পরিবেষ্টন করে আছেন))। (সূরা তালাক, ৬৫ ঃ ১২ আয়াত)।

দ্বিতীয়ত ঃ এই বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে যে, আল্লাহ্ তা'আলা যা কিছু নির্ধারণ ও সম্পাদন করেন সব কিছুই তাঁর কাছে লিখা ও জানা রয়েছে। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ বারী তা'আলা বলেন ঃ

﴿ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْاَرْضُ مِنْهُمْ، وَعِنْدَنَا كِتٰبٌ حَفِيْظٌ ﴾ [سورة ق : ٤]

অর্থাৎ ((পৃথিবী ওদের দেহ থেকে যা কিছু গ্রহণ করে তা আমার জানা আছে এবং আমার নিকট একটি সংরক্ষক কিতাব রয়েছে))। (সূরা কাফ্ ৫০ ঃ ৪ আয়াত)।

www.pathagar.com

অন্যত্র আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন বলেন ঃ

﴿ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ ﴾ [سورة يس : ١٢]

অর্থাৎ ((আমি প্রতিটি বস্তু একটি স্পষ্ট কিতাবে সংরক্ষিত রেখেছি))। (সূরা য়াসীন, ৩৬ ঃ ১২ আয়াত) ।

আল্লাহ্ তা'আলা আরও বলেন ঃ

﴿ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ، إِنَّ ذَٰلِكَ فِي كِتَابٍ ، إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴾ [سورة الحج : ٧٠]

অর্থাৎ ((তোমাদের কি জানা নেই যে, আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু রয়েছে সবকিছুই আল্লাহ্ তা'আলা অবগত আছেন ? নিশ্চয়ই এ সবই লিপিবদ্ধ রয়েছে এক কিতাবে ; এটা আল্লাহ্র নিকট অতি সহজ)) । (সূরা হাজ্জ্, ২২ ঃ ৭০ আয়াত) ।

তৃতীয়ত ঃ আল্লাহ্ তা'আলার কার্যকরী ইচ্ছার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা। তিনি যা ইচ্ছা করেন তাই হয় এবং যা ইচ্ছা করেন না তা হয় না। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ জাল্লা জালালুহু বলেন ঃ

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ﴾ [سورة الحج : ١٨]

অর্থাৎ ((আল্লাহ্ যা ইচ্ছা তাই করেন)) । (সূরা হাজ্জ্ ২২ ঃ ১৮ আয়াত) ।

আল্লাহ্ ওয়া জাল্লা শানুহু আরও বলেন ঃ

﴿ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾ [سورة يس : ٨٢]

অর্থাৎ ((বস্তুতঃ তাঁর ব্যাপার শুধু এই যে, যখন তিনি কোন কিছুর ইচ্ছা করেন তখন বলেন ঃ হও ; ফলে তা হয়ে যায়))। (সূরা য়াসীন, ৩৬ঃ ৮২ আয়াত) ।

অন্যত্র আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন বলেন ঃ

﴿ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾ [سورة التكوير : ٢٩]

অর্থাৎ ((আর, আসলে তোমাদের চাওয়ায় কিছুই হয় না, যতক্ষণ না আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন চান))। (সূরা তাকউইর, ৮১ ঃ ২৯ আয়াত)।

www.pathagar.com

চতুর্থত ঃ এই বিশ্বাস রাখতে হবে যে, সমগ্র বস্তুজগত আল্লাহ্পাকের সৃষ্টি। তিনি ব্যতীত না আছে কোন স্রষ্টা, আর না আছে কোন রব প্রতিপালক। আল্লাহ্পাক এ প্রসঙ্গে বলেন ঃ

﴿ اَللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ، وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴾ [سورة الزمر : ٦٢]

অর্থাৎ ((আল্লাহ্ প্রতিটি বস্তুর সৃষ্টিকর্তা এবং তিনিই সব কিছুর কর্মবিধায়ক))। (সূরা যুমার, ৩৯ ঃ ৬২ আয়াত)।

অন্যত্র আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন বলেন ঃ

﴿ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللّٰهِ يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ، لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ فَاَنّٰى تُؤْفَكُوْنَ ﴾ [سورة فاطر : ٣]

অর্থাৎ ((হে মানব বৃন্দ! তোমাদের প্রতি আল্লাহ্র অনুগ্রহ স্মরণ কর। আল্লাহ্ ছাড়া কি কোন স্রষ্টা আছে, যে তোমাদেরকে আকাশ মণ্ডলী ও পৃথিবী হতে রিয্ক দান করে ? তিনি ছাড়া কোন মা'বুদ নেই। সুতরাং, কোথায় তোমরা (বিপথে) চালিত হচ্ছ ?))। (সূরা ফাতির, ৩৫ ঃ ৩ আয়াত)।

মূল কথা ঃ ভাগ্যের উপর ঈমান বলতে আহ্লে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের মতে উপরোক্ত চারটি বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকেই বুঝায়। পক্ষান্তরে, বিদ'আত পন্থীরা উহার কোন কোনটাকে অস্বীকার করে থাকে।

উল্লেখযোগ্যে যে, আল্লাহ্র উপর ঈমানের মধ্যে এ বিশ্বাসও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যে, ঈমান অর্থ কথা ও কাজ, যা পুণ্যে বৃদ্ধি এবং পাপে হ্রাস পায়। একথাও ঈমানের অন্তর্ভুক্ত যে, কুফরী ও শির্ক ব্যতীত কোন কবীরা গুনাহ্ – যেমন ব্যভিচার, চুরি, সুদ, ঘুষ, মদ্যপান, মাতা পিতার অবাধ্যতা ইত্যাদির জন্য কোন মুসলিমকে কাফির বলা যাবে না, যতক্ষণ না সে তা হালাল বলে গণ্য করবে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

﴿ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ ﴾

[سورة النساء : ١١٦]

অর্থাৎ ((নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাঁর সাথে অংশী (শির্ক) স্থাপনকারীকে ক্ষমা করেন না। এতদ্ব্যতীত, তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে ক্ষমা করে থাকেন))। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ১১৬ আয়াত)।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় প্রমাণ হলো ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে একাধিক মুতাওয়াতির হাদীছে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা আখিরাতে আগুন (জাহান্নাম) হতে এমন লোককেও মুক্ত করবেন যার অন্তরে (এ জগতে) সরিষা পরিমাণ ঈমান বিদ্যমান ছিল।

আল্লাহ্র পথে প্রীতি ভালবাসা, বিদ্বেষ, বন্ধুত্ব এবং শত্রুতা পোষণ করাও আল্লাহ্র প্রতি ঈমানের অন্তর্গত। সুতরাং, মু'মিন ব্যক্তি অপর মু'মিন ব্যক্তিদের ভালবাসবে এবং তাদের সাথে সম্প্রীতি বজায় রেখে চলবে। পক্ষান্তরে, সে কাফিরদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করবে এবং তাদের সাথে বৈরীতা বজায় রাখবে। মুসলিম উম্মাতে ঈমানদারদের শীর্ষস্থানে রয়েছেন রাসূলে কারীমের ﷺ ছাহাবাগণ। তাই, আহ্লে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত তাঁদের প্রতি গভীর ভালবাসা পোষণ করে। আর এ কথাও বিশ্বাস করে যে, এরাই নবীকূলের পর সর্বোত্তম মানবগোষ্ঠি।

রাসূলে কারীম ﷺ বলেছেন ঃ

خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ . [متفق على صحته]

অর্থাৎ (সর্বোত্তম মানবগুষ্ঠী আমার যুগের লোকেরা, তারপর তাদের পরবর্তী যুগের মানুষ এবং তারপর এদের পরবর্তীগণ)। (বুখারী ও মুসলিমের মিলিত হাদীছ)।

তাঁরা আরও বিশ্বাস করেন যে, এই সর্বোত্তম মানবগোষ্টীর মধ্যে আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) হলেন সর্বোত্তম, তারপর 'উমর ফারুক (রাঃ), 'উসমান জুন্নুরাইন (রাঃ) ও আলী মুরতাজা (রাঃ)। তাঁদের পরে হলেন জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত অপর ছাহাবাগণ এবং তারপর হলেন বাকী সব ছাহাবাগণের স্থান। (আল্লাহ্ তাঁদের উপর সন্তুষ্ট হউন)। তাঁরা (আহ্লে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত) ছাহাবাদের মধ্যে সংঘটিত বাদ বিসংবাদ সম্পর্কে কোনরূপ মন্তব্য থেকে বিরত থাকেন। তাঁরা বিশ্বাস করেন যে, ছাহাবীগণ ঐ সব ব্যাপারে মুজতাহিদ ছিলেন। যাদের ইজতেহাদে ভুল ছিল না, তাঁরা দ্বিগুণ ছওয়াবের অধিকারী। আর যাদের ইজতেহাদে ভুল ছিল তাঁরা এক গুণ ছওয়াবের অধিকারী। তাঁরা রাসূলুল্লাহ্র ﷺ প্রতি বিশ্বাসী, তাঁর বংশধরদের ভালবাসেন এবং তাঁদের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করেন। তাঁরা মু'মিন বান্দাদের মাতৃকুল রাসূলুল্লাহ্র ﷺ সহধর্মিনীদের ভক্তি করেন এবং তাঁদের সকলের জন্য আল্লাহ্র সন্তুষ্টি কামনা করেন।

এভাবে আহ্লে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের লোকেরা নিজেদেরকে রাফেজীদের নীতি থেকে মুক্ত রাখেন। রাফেজীরা রাসূলের ﷺ ছাহাবাগণের প্রতি বিদ্বেষ ভাব পোষণ করে এবং তাঁদের প্রতি কটূক্তি উচ্চারণ করে। অপরপক্ষে, তাঁরা আহ্লে বাইতের প্রতি সীমাতিরিক্ত ভক্তিপ্রদর্শন করে এবং তাঁদেরকে আল্লাহ্ কর্তৃক প্রদত্ত স্থানের আরও উপরে মর্যাদা প্রদান করে। এভাবে আহ্লে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত ঐ সমস্ত নাসিবীদের নীতি থেকেও নিজেদেরকে মুক্ত রাখেন, যারা কোন কোন কথা ও কাজের

www.pathagar.com

দ্বারা আহ্‌লে বাইতকে যন্ত্রণা প্রদান করে। আমি এ সংক্ষিপ্ত পরিসরে যা উল্লেখ করেছি, সমস্তই সেই বিশুদ্ধ 'আকীদা বা ধর্ম বিশ্বাসের অন্তর্ভুক্ত যা দিয়ে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর প্রিয় রাসূলকে ﷺ প্রেরণ করেছেন। এটিই নাজাত প্রাপ্ত আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের ধর্ম বিশ্বাস, যাদের সম্পর্কে নবী কারীম ﷺ ভবিষ্যদ্বাণী করে বলেছিলেন ঃ

لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِى عَلَى الْحَقِّ مَنْصُورَةٌ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى يَأْتِىَ أَمْرُ اللّٰهِ سُبْحَانَهُ .

অর্থাৎ (আমার উম্মতের একটি দল সর্বদা সত্যের উপর সাহায্য প্রাপ্ত হয়ে টিকে থাকবে। কারও অপমান, অত্যাচার তাদের ক্ষতি সাধন করতে পারবে না, যতক্ষণ না আল্লাহ্‌র নির্দেশ (ক্বি য়ামাহ্) সমুপস্থিত হবে)।

অন্যত্র রাসূলে কারীম ﷺ আরও বলেছেন ঃ

اِفْتَرَقَتِ الْيَهُودُ عَلَى احْدٰى وَسَبْعِينَ فِرْقَةً وَافْتَرَقَتِ النَّصَارٰى عَلَى اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِيْنَ فِرْقَةً. وَسَتَفْتَرِقُ هٰذِهِ الْأُمَّةُ عَلٰى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً كُلُّهَا فِى النَّارِ اِلَّا وَاحِدَةً .

অর্থাৎ (ইয়াহুদী সম্প্রদায় একাত্তর দলে বিভক্ত হলো এবং খৃষ্টান সম্প্রদায় বাহাত্তর দলে বিভক্ত হলো, আর আমার উম্মত তিহাত্তর দলে বিভক্ত হবে। তন্মধ্যে একটি দল বাদে সব ক'টি দল জাহান্নামে যাবে। তখন ছাহাবাগণ বলে উঠলেন ঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ ! সেটি কোন্ দল হবে ? উত্তরে তিনি বলেছিলেন ঃ

مَنْ كَانَ عَلٰى مِثْلِ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِى .

অর্থাৎ (যে দল আমার ও আমার ছাহাবাগণের অনুসৃত নীতির উপর চলবে)।

এই নীতিই সেই 'আক্বীদাহ্ বা ধর্ম বিশ্বাসের নামান্তর যার উপর দৃঢ়ভাবে অটল থাকা এবং তার পরিপন্থী বিষয় হতে সতর্ক থাকা সকলের পক্ষে একান্ত অপরিহার্য। আর যারা এই 'আক্বীদাহ্ হতে পথভ্রষ্ট এবং এর বিপরীত পথে পরিচালিত, তারা কয়েক প্রকারে বিভক্ত। যথা ঃ মূর্তিপূজক, মালাইকা, আওলিয়া, জিন, বৃক্ষ ও প্রস্তর প্রভৃতির ইবাদতকারীরা। এসব লোক আল্লাহ্‌র রাসূলদের আহ্বানে সাড়া না দিয়ে তাদের বিরোধিতা ও শত্রুতা করছে, যেমনটা করেছে কুরাইশ ও বিভিন্ন আরব গোত্র আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদের ﷺ সাথে। তারা তাদের মা'বুদদের কাছে স্বীয় অভাব পূরন, রোগমুক্তি ও শত্রুর উপর বিজয় লাভের জন্য প্রার্থনা জানাত ঐ মা'বুদেরই

www.pathagar.com

উদ্দেশ্যে জবাই ও মানত নিবেদন করতো। ফলে, যখনই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদের এসব কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালেন এবং তাদেরকে একমাত্র আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে ইবাদত খালেছ করার জন্য আহ্বান জানালেন তখনই তারা এই আহ্বানকে অস্বাভাবিক মনে করে এর বিরুদ্ধে উঠে পড়ে লাগল এবং বলতে লাগল ঃ

﴿ أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ ﴾ [سورة ص : ٥]

অর্থাৎ ((সে কি অনেক মা'বুদের পরিবর্তে এক মা'বুদ বানিয়ে নিয়েছে? এতো এক অত্যাশ্চর্য ব্যাপার))। (সূরা সাদ, ৩৮ ঃ ৫ আয়াত)।

অনন্তর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ধৈর্যের সাথে তাদেরকে আল্লাহ্র প্রতি ডাকতে থাকেন এবং শির্ক থেকে ভীতি প্রদর্শন ও তাদের কাছে স্বীয় আহ্বানের হাকীকত বিশ্লেষণে আত্মনিয়োগ করেন, যার ফলে আল্লাহ্পাক প্রথম দিকে তাদের কিছু সংখ্যক লোককে হিদায়েত দান করেন এবং পরে তারা দলে দলে আল্লাহ্র দ্বীনে প্রবেশ করে। এভাবে রাসূলে কারীম ﷺ তাঁর ছাহাবাগণ ও তাঁদের নিষ্ঠাবান অনুসারী তাবেয়ীনদের ধারাবাহিক প্রচার ও দীর্ঘ সংগ্রামের পর আল্লাহ্র দ্বীন অন্যান্য সমুদয় ভ্রান্ত দ্বীনের উপর বিজয়ী বেশে আত্মপ্রকাশ করল।

অতঃপর অবস্থার পরিবর্তন ঘটে এবং অধিকাংশ লোক অজ্ঞতার কারণে নিপতিত হওয়ার ফলে এমন হল যে, সংখ্যাগুরু জনগণ আম্বিয়া আওলিয়াগণের প্রতি সীমাতিরিক্ত ভক্তি, তাদের নামে ডাকা, তাদের নিকট অনুগ্রহ প্রার্থনা করা সহ অন্যান্য শির্কের মাধ্যমে ইসলাম পূর্ব জাহেলী যুগের আচরনে ফিরে গেল। তারা কালেমা লা **ইলাহা ইল্লাল্লাহু"** এর প্রকৃত অর্থ ততটুকু অনুধাবনে ব্যর্থতার পরিচয় দিল, যতটুকু আরবের কাফিররা উপলব্ধি করতে পেরেছিল। আল্লাহ্ই আমাদের একমাত্র সহায়।

অজ্ঞতার প্রাধান্য ও নবুওয়াতের যুগ হতে দূরত্বের ফলে বর্তমান কাল পর্যন্ত মানুষের মধ্যে ব্যাপকভাবে উক্ত শির্ক ছড়িয়ে রয়েছে। আজকের এই মুশরিকদের উক্ত ভ্রান্ত ধারণা হুবহু পূর্ববর্তী মুশরিকদের মধ্যেও বিদ্যমান ছিল। তাদের কথা ছিল ঃ

﴿ هَٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ ﴾ [سورة يونس : ١٨]

অর্থাৎ ((তারা আল্লাহ্র নিকট আমাদের সুপারিশকারী))। (সূরা য়্যূনুস, ১০ ঃ ১৮ আয়াত)।

তাদের একথাও ছিল ঃ

﴿ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ ﴾ [سورة الزمر : ٣]

অর্থাৎ ((আমরা তো এগুলির ইবাদত এজন্য করি যে, এরা আমাদেরকে আল্লাহ্র সান্নিধ্যে এনে দিবে))। (সূরা যুমার, ৩৯ ঃ ৩ আয়াত)।

www.pathagar.com

আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন এ ভ্রান্তির অপনোদন করে স্পষ্ট বলে দেন যে, আল্লাহ্ ভিন্ন কারও ইবাদত করা, তা সে যে কেউ হউক না কেন, আল্লাহ্র সাথে শির্ক ও কুফরী করার নামান্তর। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

﴿ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللّٰهِ ﴾ [سورة يونس: ١٨]

অর্থাৎ ((আর তারা আল্লাহ্ ছাড়া এমন বস্তু সমূহের ইবাদত করে যারা তাদের কোন অপকার করতে পারে না এবং উপকারও করতে পারে না। আর তারা বলে – এরা হচ্ছে আল্লাহ্র নিকট আমাদের সুপারিশকারী))। (সূরা য়্যুনুস, ১০ ঃ ১৮ আয়াত)।

আল্লাহ্ ওয়া জাল্লা জালালুহু তাদের বক্তব্যকে নাকচ করে দিয়ে বলেন ঃ

﴿ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللّٰهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمٰوٰتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ ، سُبْحَانَهُ وَتَعَالٰى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [سورة يونس: ١٨]

অর্থাৎ ((হে রাসূল ! তাদেরকে বল ঃ তোমরা কি আল্লাহ্কে এমন বিষয়ের সংবাদ দিচ্ছ যা তিনি অবগত নন, না আসমানে আর না যমীনে ? তিনি পবিত্র এবং তাদের মুশরিকী (শির্কী) কার্যকলাপ হতে অনেক উর্ধ্বে))। (সূরা য়্যুনুস, ১০ ঃ ১৮ আয়াত)।

এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা স্পষ্ট করে বললেন যে ঃ তিনি ভিন্ন কোন অলী, পয়গাম্বর, কিংবা অন্য কারও ইবাদত করা মহা শির্ক, যদিও বা শির্ককারীরা এর অন্য নাম দিয়ে থাকে।

আল্লাহ্ রাব্বুল ইয্যত ঘোষণা করেন ঃ

﴿ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللّٰهِ زُلْفٰى ﴾

[سورة الزمر: ٣]

অর্থাৎ ((যারা আল্লাহ্র পরিবর্তে অন্যকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে তারা বলে ঃ আমরা তো এদের এজন্যই ইবাদত করছি যে, এরা আমাদের আল্লাহ্র সান্নিধ্যে এনে দিবে))। (সূরা যুমার ৩৯ ঃ ৩ আয়াত)।

আল্লাহ্ আয্যা ওয়া জাল্লা তাদের উত্তরে বলেন ঃ

﴿ إِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ، إِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كٰذِبٌ كَفَّارٌ ﴾ [سورة الزمر: ٣]

www.pathagar.com

অর্থাৎ ((তারা যে বিষয়ে পরস্পরের মধ্যে মতভেদ করছে আল্লাহ্ নিশ্চয়ই তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দিবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ এমন ব্যক্তিকে হিদায়েত দান করেন না যে জঘন্য মিথ্যুক, সত্য প্রত্যাখ্যানকারী))। (সূরা যুমার, ৩৯ ঃ ৩ আয়াত)।

উপরোক্ত বাণীর মাধ্যমে আল্লাহ্পাক এ কথাটি পরিষ্কার করে বলে দিয়েছেন যে, দু'আ, ভয় ভীতি, আশা ভরসা ইত্যাদির মাধ্যমে আল্লাহ্ ভিন্ন অন্য কারো ইবাদত করার অর্থ আল্লাহ্পাকের সাথে কুফরী করা এবং তাদের মা'বুদরা তাদেরকে আল্লাহ্র সান্নিধ্যে নিয়ে আসবে এ কথাটি তাদের একটি জঘন্যতম মিথ্যা বাক্য বৈ আর কিছুই নয়।

বিশুদ্ধ 'আক্বীদাহ্র পরিপন্থী ও আল্লাহ্র রাসূলগণ (তাঁদের উপর দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক) কর্তৃক প্রচারিত ধর্ম বিশ্বাসের বিরোধী একটি মতবাদ হলো বর্তমান কালে নাস্তিকতা ও কুফরীর ধ্বজাবাহি মার্কস লেনিন প্রমুখ পন্থীদের ভ্রান্ত মতবাদ। তারা একে সমাজতন্ত্র, কমিউনিজম বা অন্য যে কোন নামেই প্রচার করুক না কেন, এসব নাস্তিকদের মূলমন্ত্র হলো ঃ মা'বুদ বা উপাস্য বলতে কেউ নেই এবং এই পার্থিব জীবন একটি বস্তুগত ব্যাপার মাত্র। আখিরাত, জান্নাত, জাহান্নাম এবং সমস্ত ধর্মের প্রতি অস্বীকৃতি তাদের মৌলিক নীতিমালার অন্তর্ভুক্ত। তাদের বই পুস্তক পর্যালোচনা করলে একথা নিশ্চিত ভাবে উপলব্ধি করা যায়। নিঃসন্দেহে এটা সমস্ত ঐশী ধর্মের সম্পূর্ণ পরিপন্থী এক মতবাদ, যা দুনিয়া ও আখিরাতে এর অনুসারীদের এক চরম অশুভ পরিণতির দিকে পরিচালিত করছে।

এভাবে সত্যের পরিপন্থী আরেকটি মতবাদ হলো ঃ কোন কোন বাতেনী ও সুফীবাদের এই বিশ্বাস যে, তথাকথিত কোন অলী এ সৃষ্ট জগতের ব্যবস্থাপনায় ও নিয়ন্ত্রণে আল্লাহ্র শরীক হয়েছে। তারা তাদেরকে কুতুব, 'ওতদ, গাওস, ইত্যাদি বিভিন্ন নামে অভিহিত করে। তারাই স্বীয় মা'বুদদের জন্য এসব নাম উদ্ভাবন করেছে। আল্লাহ্র রূবিয়তে এটি একটি জঘণ্যতম শির্ক। এটা ইসলাম পূর্ব জাহেলী যুগের শির্ক থেকেও জঘণ্য। কেননা, আরবের কাফিররা আল্লাহ্র রূবিয়াতে শির্ক করেনি। তাদের শির্ক ছিল ইবাদতে এবং তাও ছিল সুখ - স্বাচ্ছন্দের অবস্থায়। দুর্যোগ অবস্থায় তারা তাদের ইবাদত আল্লাহ্র জন্যই খালেছ করে নিত। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

﴿ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ﴾ [سورة عنكبون : ٦٥]

অর্থাৎ ((তারা যখন নৌযানে আরোহণ করে তখন তারা বিশুদ্ধ চিত্তে একনিষ্ঠ ভাবে আল্লাহ্কে ডাকে ; অতঃপর আল্লাহ্ যখন স্থলে ভিড়িয়ে তাদেরকে উদ্ধার করেন, তখন তারা শির্কে লিপ্ত হয়))। (সূরা আন্কাবুত, ২৯ ঃ ৬৫ আয়াত)।

www.pathagar.com

প্রভুত্বের প্রশ্নে তারা স্বীকার করতো যে, ইহা একমাত্র আল্লাহ্‌রই অধিকার।

আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেনঃ

﴿ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ﴾ [سورة زخرف: ٨٧]

অর্থাৎ ((আর যদি তুমি তাদেরকে জিজ্ঞেস কর, কে তাদেরকে সৃষ্টি করেছে ? উত্তরে তারা অবশ্যই বলবে, আল্লাহ্))। (সূরা যুখ্‌রুফ্, ৪৩ঃ৮৭ আয়াত)।

অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴾ [سورة يونس: ٣١]

অর্থাৎ ((হে রাসূল! তুমি বলঃ তিনি কে, যিনি তোমাদেরকে আসমান ও যমীন হতে রিয্‌ক পৌঁছিয়ে থাকেন ? অথবা কে তিনি, যিনি কর্ণ ও চক্ষু সমূহের উপর পূর্ণ অধিকার রাখেন? আর তিনি কে, যিনি জীবন্তকে প্রাণহীন হতে বের করেন, আর প্রাণহীনকে জীবন্ত হতে বের করেন ? আর তিনি কে, যিনি সমস্ত কাজ পরিচালনা করেন? তখন অবশ্যই তারা বলবে যে, আল্লাহ্; অতএব, তুমি বল – তবে কেন তোমরা (শির্‌ক হতে) নিবৃত্ত থাকছ না ?))। (সূরা য়্যুনুস, ১০ঃ৩১ আয়াত)।

শির্‌ক প্রসঙ্গে কুর'আনে এ ধরনের বহু আয়াত রয়েছে।

এদিকে পরবর্তীকালের মুশরিকরা পূর্ববর্তীদের চেয়ে আরও দু'টি বিষয়ে অগ্রগামী রয়েছে।

প্রথমতঃ তাদের কেউ কেউ আল্লাহ্‌র রুববিয়তে শির্‌ক করে।

দ্বিতীয়তঃ সুদিনে ও দুর্দিনে উভয় অবস্থায় তারা শির্‌ক করে।

একথা কেবল ঐসব লোকেরাই ভাল করে জানতে পারে যারা ওদের সাথে উঠা বসা করে স্বচক্ষে প্রত্যক্ষভাবে তাদের ঐসব ক্রিয়া কাণ্ড অবলোকন করে যা মিসরস্থ হুসাইন, বাদাভী গং দের কবরে, ইডেনস্থ ইদরূসের কবরে, ইয়ামনে আল হাদীর কবরে, সিরিয়ায় ইবনে আরবীর কবরে, ইরাকে শায়খ আব্দুল কাদির জিলানীর কবর সহ বিভিন্ন প্রসিদ্ধ সমাধি ক্ষেত্রের আশেপাশে দৈনন্দিন ঘটে। এসব স্থানে সাধারণ লোকেরা মৃতের প্রতি সীমাতিরিক্ত ভক্তি প্রদর্শন করছে এবং সেখানে আল্লাহ্‌পাকের বহু অধিকার খর্ব করছে। অথচ অতি অল্প লোকই তাদের এসব অপকীর্তির বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে প্রকৃত

www.pathagar.com

তাওহীদের বাণী তাদের কাছে উপস্থাপিত করার সাহস করছে, যে তাওহীদের বাণী সহকারে আল্লাহ্পাক তাঁর প্রিয় নবী মুহাম্মাদকে ﷺ ও তাঁর পূর্ববর্তী রাসূলগণকে (তাদের প্রতি রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক) প্রেরণ করেছেন।

আমরা আল্লাহ্রই জন্য এবং নিশ্চিতভাবে তাঁরই পানে আমরা প্রত্যাবর্তনকারী।

আল্লাহ্পাকের দরবারে প্রার্থনা করি, তিনি যেন ঐসব লোককে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনেন এবং তাদের মাঝে সৎপথে আহ্বানকারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি করেন। আর মুসলিম শাসকবৃন্দ ও উলামায়ে কিরামকে শির্কের বিরুদ্ধে সংগ্রাম এবং এর যাবতীয় উপকরণ নির্মূল সাধনের তাওফীক দান করেন। নিশ্চয়ই তিনি সর্বশ্রোতা এবং অতি সন্নিকটে।

আল্লাহ্পাকের নাম ও গুণাবলীর ক্ষেত্রে সঠিক ধর্ম বিশ্বাসের পরিপন্থি আরও কয়েকটি 'আক্বীদাহ্ হলো জাহ্মিয়্যাহ , মু'তাযিলা ও তাদের অনুসারী বিদ'আত পন্থীদের মতবাদসমূহ। এরা মহান আল্লাহ্পাকের প্রকৃত গুণাবলী অস্বীকার করে এবং তাঁকে সুসম্পূর্ণ ও নিখুঁত গুণাবলী থেকে বিমুক্ত বলে বিশ্বাস করে। পক্ষান্তরে তারা আল্লাহ্কে অস্তিত্বহীনতা, জড়তা ও অসম্ভাব্য গুণে বিশেষিত করার প্রয়াস পায়। প্রকৃতপক্ষে, আল্লাহ্পাক তাদের এসব অপবাদ হতে বহু ঊর্ধ্বে।

এতদ্ব্যতীত, যারা আল্লাহ্কে কোন কোন গুণে প্রতিষ্ঠিত করে এবং অপর কোন গুণ অস্বীকার করে তারাও উপরোক্ত ভ্রান্ত মতবাদীদের অন্তর্ভুক্ত। উদাহরণ স্বরূপ আশ্'আরী পন্থীদের নাম উল্লেখ করা যায়। কেননা, কিছু সংখ্যক গুণের স্বীকৃতির মধ্যেই তাদের পক্ষে ঐসব গুণাবলীর অনুরূপ অর্থ গ্রহণ করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে, যেগুলি তারা সরাসরি উপেক্ষা করতঃ তার প্রমাণদির অপব্যাখ্যা প্রদানের প্রচেষ্টা চালায়। এভাবে তারা শ্রুত ও প্রামান্য উভয় প্রকার দলীলের বিরোধীতা এবং পরস্পর বিরোধী বিশ্বাসের ঘূর্ণিপাকে নিপতিত হয়ে পড়ে। পক্ষান্তরে, আহ্লে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত আল্লাহ্র ঐ সমস্ত পবিত্র নাম ও নিখুঁত গুণাবলী প্রতিষ্ঠিত করে যেগুলি নিজের জন্য তিনি স্বয়ং কিংবা তাঁর রাসূল মুহাম্মাদ ﷺ প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাঁরা আল্লাহ্পাককে তাঁর সৃষ্টির সাদৃশ্য থেকে এমনভাবে পূতঃ পবিত্র রাখেন যাতে তা'তীল বা গুণ বিমুক্তির কোন লেশ থাকে না। এভাবে তারা এ সম্পর্কে সমুদয় প্রমাণাদির উপর 'আমল করতে সক্ষম হয় এবং এর কোনরূপ বিকৃতি বা তা'তীল না করে পরস্পর বিরোধী বিশ্বাস থেকে নিরাপদ থাকে। এই বিশ্বাসেই দুনিয়া ও আখিরাতে মুক্তি ও সৌভাগ্য লাভের একমাত্র উপায় এবং এটিই হলো সেই **সীরাতে মুস্তাকীম**, যার পথিক ছিলেন পূর্ববর্তী মুসলিম উম্মত ও তাদের ইমামবর্গ। একথা অতীব সত্য যে, পরবর্তী লোকেরা কেবল সে পথেই পরিশুদ্ধ হতে পারে, যে পথে তাদের পূর্ববর্তীরা পরিশুদ্ধ হয়ে গেছেন। আর সে পথটি হলো – **ক্বুর'আন ও রাসূলের ﷺ সুন্নাহ্র** সঠিক অনুসরণ এবং এতদুভয়ের পরিপন্থী বিষয়সমূহ বর্জন করে চলা।

www.pathagar.com

আল্লাহ্ই আমাদের তাওফীক দাতা, তিনিই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং উত্তম অভিভাবক। তিনি ব্যতীত কারো কোন শক্তি সামর্থ নেই। আল্লাহ্ তাঁর বান্দা ও রাসূল মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর পরিবারবর্গ ও তাঁর ছাহাবাগণদের উপর দরূদ ও সালাম বর্ষণ করুন।

সমাপ্ত

www.pathagar.com

العقيدة الصحيحة وما يضادها

لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نقله إلى اللغة البنغالية :
محمد رقيب الدين أحمد حسين

المراجعة : المهندس محمد مجيب الرحمن

طبع على نفقة بعض المحسنين :
المنتدى الإسلامي
مكتب بنغلاديش